বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষি ভবন
৪৯-৫১,দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
(সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ)
www.badc.gov.bd

স্মারক নং- ১২.২০৬.০৩৫.০১.০১.০৪৪.২০১৩-১৪৫৯ **তারিখ :** ১২ অগ্রহায়ণ, ১৪২৪ / ২৬ নভেম্বর, ২০১৭

বিষয় : বিগত ২৯ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের সরকারি সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত "টাস্কফোর্স" এর ৫৪ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- **১২.০০.০০০০.০২৮.০৪.১৩.১৭-৬৮৩; তারিখ:** ১৫ নভেম্বর, ২০১৭ ।

উপর্যুক্ত বিষয় এবং সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। বিগত ২৯ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো: সিরাজুল হায়দার এনডিসি এর সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কৃষি মন্ত্রণালয়ের সরকারি সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত "টাস্কফোর্স" এর ৫৪ তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সম্পৃক্ত স্ব-স্ব বিভাগের আওতাধীন সিদ্ধান্তসমূহের (কপি সংযুক্ত) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ২৮ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখের মধ্যে সাধারণ পরিচর্যা বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

(মোহাম্মদ জাকিরুল ইসলাম)
যুগ্মসচিব (সা: প:)
পরিচিতি নং-০১০০২৬
বিএডিসি, ঢাকা।
ফোন:৯৫৬৪৩৫৯
ই:মেইল-js_cs@badc.gov.bd

বিতরণ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মহাব্যবস্থাপক (বীজ/ উদ্যান/ পাটবীজ/ সার ব্যবস্থাপনা), বিএডিসি, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (খামার),বিএডিসি, ঢাকা।
৩. উপসচিব (আইন), বিএডিসি, ঢাকা।
৪. উপপ্রধান (মনিটরিং), বিএডিসি, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে)

১. উপসচিব (আইন), আইন অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিএডিসি, ঢাকা।
৩. সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা/বীজ ও উদ্যান)/ সচিব মহোদয়ের সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিএডিসি, ঢাকা।
৪. অফিস কপি/মাস্টার ফাইল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সরকারী সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত ''টাস্কফোর্স''এর ৫৪ তম সভার কার্যবিবরণী।

সভার সভাপতি	:	জনাব মোঃ সিরাজুল হায়দার এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ও সময়ঃ	:	২৯ অক্টোবর, ২০১৭, অপরাহ্ন, ০৩.৩০ ঘটিকা
সভার স্থানঃ	:	কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অত:পর উপ-সচিব (আইন) আলোচ্যসূচি সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে সংযুক্ত। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরুপঃ

আলোচ্যসূচি- ১.০ **গত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনঃ** পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কোন সংশোধনী প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। সভায় কোন সংশোধনী না পাওয়ায় সর্বসম্মতিক্রমে কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২.০

ক্র.নং	বিবরণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	**কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরঃ** (০১) সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের ০৩.৫১ একর জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক আ. সাত্তার ভুইয়া গং কর্তৃক দেঃ মোঃ ২১৮/৯১ এবং তৎপরবর্তীতে সিভিল রিভিশন-৩১৪/০৫ মামলার রায় সরকারের বিপক্ষে হয়। অতঃপর সরকার কর্তৃক সিপি নং- ৪৬/১০ দায়ের করলে উক্ত সিভিল পিটিশনটি পূনঃ শুনানীর জন্য আদেশ প্রদান করা হয়েছে। ২৮ নং কোর্টে মামলাটির শুনানী চলিতেছে। দলিলে উল্লিখিত জমির মালিকদের ঠিকানা গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে যাচাই করে উক্ত বাড়ি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে প্রকাশিত গেজেটের কপি মহামান্য আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করছেন	(ক) সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক মামলাটি নিবিড়ভাবে তত্ত্বাবধান করবেন। (খ) দলিলদাতাদের কাছে অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে সংগৃহীত গেজেটের কপি মহামান্য আদালত দাখিল করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	ডিডি হর্টিকালচার সেন্টার, ডিএই।
	(০২) সাভার হর্টিকালচার সেন্টারের ১.৩৩ একর জমির জাল দলিল সংক্রান্ত দুদক এর বিশেষ ক্ষমতা আইনে ১১/০৮ (২২/৯০ হতে পরিবর্তিত) এর বাদী/ তদন্তকারী কর্মকর্তা মৃত্যুবরণ করায় মামলাটি চালানো সম্ভব হচ্ছে না। উক্ত মামলার সিডি না পাওয়ায় নিস্পত্তি করাও সম্ভব হচ্ছে না। সভাপতি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে জানান যে কোর্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয় উল্লেখপূর্বক দুদকে পত্র দেয়া যেতে পারে।	সংশ্লিষ্ট বিষয় উল্লেখপূর্বক আইনজীবী বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে দুদকে আবেদন জানাবে।	
	(০৩) সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক বজলুল করিম গং দেঃ মোঃ নং ৬০/৯১ দায়ের করলে বাদী পক্ষে রায় হয়। পরবর্তীতে সরকার সিভিল আপীল নং-১/১২ মামলা দায়ের করলে মহামান্য আদালত নিম্ন আদালতে মোকদ্দমাটি পুন:শুনানির আদেশ দেন। বিচারের সকল পর্যায় শেষ হয়েছে।	মামলাটি রায়ের অপেক্ষায় আছে।	ঐ
	(০৪) তফিজউদ্দিন গং ১৯৩৫ সালের দলিলমূলে মালিকানা দাবী করে যুগ্ম জেলা জজ ৬ষ্ঠ আদালত, ঢাকায়-১৭৩/০৯ দায়ের করেন। উক্ত মামলায় সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের ২.৪৭৫ একর জমি রয়েছে। বর্তমানে মামলায় স্বাক্ষী পর্যায়ে আছে।	প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট যথাসময়ে কোর্টে উপস্থাপন করতে হবে।	ঐ
	(০৫) রাজালাখ হর্টিকালচার সেন্টারের জমির মালিকানা দাবী করে মো: শাহেদ এর পক্ষে আম-মোক্তার নূরউদ্দীন চৌধুরী দেঃ মোঃ নং- ১০৯৫/১২ দায়ের করেছেন। মামলাটি যুগ্ম-জেলা জজ ২য় আদালত, ঢাকায় আরজি খারিজের দরখাস্ত দেয়া হয়েছে। সেইসাথে লীজ নবায়নের জন্য অর্থ চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) মামলার সংশ্লিষ্ট সকল ডকুমেন্ট বিজ্ঞ আদালতে দাখিল নিশ্চিত করতে হবে। ডকুমেন্ট সংগ্রহের প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ের আইন অধিশাখার সহায়তা নেয়া যেতে পারে। (খ) ০১ মাসের মধ্যে লীজমানি পরিশোধপূর্বক নবায়নের কাজ সমাপ্ত করতে হবে।	ঐ
	(০৬) বগুড়া কৃষি অফিসের সিএস ১২১৬ দাগের ০.২১৭৫ একর ও ১২১০ দাগের ০.০৫২৫ একর জমির ক্ষতিপূরণ নোটিশ না পাওয়ার কারণ দেখিয়ে ১৯৬৫ ও ১৯৭৮ সালে মোকাদ্দমা দায়ের করলে তাদের পক্ষে রায় হয়। পরবর্তীতে ডিডি, ডিএই বগুড়া ১২১৬ দাগের জমিয় মালিকানা দাবী করে ১৮৪/১৪ ও ১২১০ দাগের জমির মালিকানা ১৮৫/১৪ দেওয়ানী মামলা দায়ের করেন। মামলা দু'টি বর্তমানে চলমান রয়েছে। এছাড়া উক্ত দাগ দুটির জমির বিষয়ে নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে সিভিল রুল নং-৭০(কন)/২০১৭ এবং সিপি ৩৫৪/২০১৭ দায়ের করা হয়েছে। এ বিষয়ে উপ-সচিব (আইন) সভায় অভিমত পোষণ করেন যে, সিএ নং-৮৮/১১ ও ৮৯/১১ এর রায়ের সার্টিফাইড কপি উত্তোলন করে উক্ত মামলাদ্বয়ে দাখিল করা প্রয়োজন।	(ক) বগুড়া আদালতে দায়েরকৃত ১৮৪/১৪, ১৮৫/১৪ মামলাদ্বয় স্থানীয়ভাবে চালানোর জন্য তৎপর থাকতে হবে। (খ) সিভিল রুল নং-৭০(কন)/২০১৭ এবং সিপি ৩৫৪/২০১৭ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে। (গ) আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সিএ নং-৮৮/১১ ও ৮৯/১১ এর রায়ের সার্টিফাইড কপি সংগ্রহ করে উক্ত মামলাসমূহের নথিতে সামিল করতে হবে।	ঐ

	(৩৩) সিলেটে ডিএই'র অধিগ্রহণকৃত ৩.১৫ একর জমির মধ্যে ২.০০ একর জমি হাসপাতালের জন্য দখল করে নেয়া হয়েছে।। এছাড়াও উক্ত জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক প্রদুন চন্দ্র নাথ গং বিজ্ঞ জেলা জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-১২২/১৩ দায়ের করেন। মামলাটি খারিজ আদেশ হয়েছে এবং টিএস-৩/১৫ মোকদ্দমাটি পুনর্জীবিত হয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ২.০০ একর জমি ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়াও ডিএই'র জমি জরিপপূর্বক যাচাই করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে ডিএই/এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা সরেজমিনে জমিটি পরিদর্শন করতে পারেন।	(ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত জমির ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য সম্প্রসারণ উইং ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (খ) অধিগ্রহনের গেজেট সংগ্রহ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সার্ভেয়ার দ্বারা জরিপ করে ডিএই'র জমি চিহ্নিত করতে হবে। (গ) মন্ত্রণালয় ও ডিএই'র কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে তদন্তদল সরেজমিনে পরিদর্শন প্রয়োজন হলে ডিএই মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করবে।	ঐ
	(৩৪) কাপাসিয়া উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের এসএও কোয়ার্টারের জমির পরিবর্তে দাবী অনুযায়ী ডিএই-কে একটি কক্ষ প্রদান করা হয়েছে। বিষয়টি কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে।	কক্ষটি সম্পূর্ণভাবে বুঝে/ হস্তান্তরের পর সম্প্রসারণ উইংয়ের অনুমোদন গ্রহণ করে ডিএই কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা উত্তোলন করে বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে হবে এবং সর্বশেষ তথ্য এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। আগামী সভায় উক্ত প্রস্তাব বাদ দেয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।	ঐ
	(৩৫) কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলার জমি সংক্রান্ত সিপিএল এ দায়ের করা হয়েছে এবং ১১টি রেকর্ড সংশোধনী জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল আদালতে মোকদ্দমা নং-১৬০০৮/১৪, ৫১৭৫/১৫, ৫১৮১/১৫, ৫১৮৩/১৫, ৫১৮৪/১৫, ৫১৮৫/১৫, ৫১৮৭/১৫, ৮১৩০/১৫, ৮১৩১/১৫, ৮১৩৪/১৫ এবং ৮১৮৬/১৫ দায়ের করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মামলা এবং জমির সকল ডকুমেন্ট দ্রুত সংগ্রহ করতে হবে।	(ক) ০১ মাসের মধ্যে সিপিএলএ দায়ের করে এ মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে। (খ) সকল জমির ডকুমেন্ট দ্রুত সংগ্রহ করতে হবে।	ঐ
	(৩৬) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনার ডিডি অফিসের কার্যালয়টি ১৯৫৭-৫৮ সালে স্থাপিত হয়। উক্ত জমিটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভূক্ত হওয়ায় তা ডিএই'র নামে হস্তান্তর করা প্রয়োজন। ডিএই প্রতিনিধি জানান যে, এ বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরকে পত্রে দেয়া হয়েছে।	আগামী সভার পূর্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ৩১/১২/১৫ তারিখের ৫৪ এবং ২৯/০৯/১৬ তারিখের ১০৫ সংখ্যক জারীকৃত পরিপত্র অনুযায়ী মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর- এর সাথে ব্যবস্থা নিতে হবে।	ঐ
	(৩৭) নরসিংদীর ও মাধবদী পৌরসভা ও মেহেরপাড়া ইউনিয়নে ডিএই'র সীড স্টোরের জমির মালিকানা দাবীতে স্থানীয় পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে সৃষ্ট জলিতা নিরসনের লক্ষ্যে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে মামলা দায়েরের অগ্রগতি এবং মামলার নম্বর সংগ্রহ করে এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা প্রয়োজন। এছাড়াও এলএ কেস নম্বর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে খোজ নেয়া প্রয়োজন।	(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উল্লিখিত পরিপত্রের মর্মানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে আগামী ০৭ দিনের মধ্যে বিস্তারিত তথ্য জানাতে হবে। (খ) এল এ কেসের তথ্যের জন্য ডিসি অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।	ঐ
২.	<u>বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সংক্রান্তঃ</u> (০১) বিএডিসি'র সাভার টাট্টি মৌজার ৩৩ শতক জমির মালিকানা সংক্রান্তে বিএডিসি কর্তৃক দায়েরকৃত আপীল নং-১০৪০/১৩ গৃহীত হওয়ায় সিএ- ২২৫/১৬ বিচারাধীন রয়েছে।	(ক) বিজ্ঞ আইনজীবীর প্রস্তুতকৃত পেপারবুকে সরকারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল ডকুমেন্ট সংযোজনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান বিএডিসি
	(০২) বিএডিসি কাশিমপুর কোনাবাড়ি ও আশুলিয়া'র কিছু জমি স্থানীয় স্কুল/পার্কের দখলে রয়েছে এবং গনকবাড়ী জমির কিছু অংশ জনৈক ব্যক্তির বাগানবাড়ী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। উক্ত জমির গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ফলে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।	(ক) গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ঐ
	(০৩) ঢাকা'র গাবতলীস্থ মিরপুর ও নন্দারবাগ মৌজার মোট -১১৭.০৮ একর জমির মধ্যে ১৫.৯৭ একর জমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ড হয়েছে। কতিপয় ব্যক্তি ১.৫০ একর জমি সিটি জরিপে রেকর্ড করে নিয়েছে। সিটি জরীপের অবশিষ্ট খতিয়ান সংগ্রহ করা হয়েছে। অবৈধ মালিকদের ঠিকানা সংগ্রহ করা হচ্ছে।	(ক) সীমানা নির্ধারণ ও অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে। (খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৩১/১২/১৫ তারিখের পরিপত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (গ) দ্রুত মামলা করতে হবে।	ঐ
	(০৪) সাভার মৌজার বিএডিসির সার গুদাম সাভার এর ৩৩ শতক জমির মধ্যে আরএস রেকর্ডে বিএডিসির নামে ২৩ শতক রেকর্ড হয়েছে। অবশিষ্ট ১০ শতক জমি ব্যক্তির নামে রেকর্ড হয়েছে। উক্ত জমি উদ্ধারের জন্য যুগ্ম-জেলা জজ, ২য় আদালত, ঢাকায় দেঃ মোঃ নং-৫৭৪/১৪ দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি বর্তমানে শুনানীর পর্যায়ে আছে।	সকল ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে মামলাটি যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে।	ঐ

	(০৫) বিএডিসির সার গোডাউন নির্মাণের জন্য গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানার মরকুন মৌজায় ০.৬৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। উক্ত জমির অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও রেকর্ড সংশোধনের জন্য দেঃ মোঃ যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালত, গাজীপুরে-২৩৯/১৫ দায়ের করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিবাদি মৃত্যুবরণ করায় আরজি সংশোধন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।	প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে মোকদ্দমাটি যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে।	ঐ
	(০৬) মুন্সীগঞ্জ জেলার দেওভোগ মৌজার ০.৩৩ একর মালিনানা দাবী করে রেকর্ড সংশোধনের জন্য বিএডিসি দেঃ মোঃ নং-৬৫/১৬ দায়ের করা হয়েছে এবং মোকাবেলার জন্য জেলা প্রশাসক-কে পত্র দেয়া হয়েছে। বিএডিসির বিভিন্ন অঞ্চলের সার গুদামের জন্য অধিগৃহণকৃত ৯৪ এবং	(ক) ঢাকার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার আরএস মালিকের বিরুদ্ধে রেকর্ড সংশোধনের মামলা দায়ের হয়েছে, কজলিষ্ট আসেনি	ঐ
	ক্রয়কৃত ৭ একর জমির তথ্যাদি অনুসন্ধান এবং অধিগ্রহণ/ক্রয়কৃত জমির তালিকা এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা প্রয়োজন। ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার সংশ্লিষ্ট আরএস মালিকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা প্রয়োজন।	(খ) নবাবগঞ্জ ও দোহার উপজেলার সমস্যাপূর্ন জমির মামলা দায়ের করতে হবে। (গ) ঢাকা ব্যতীত সার বিভাগের ২০টি অঞ্চলের সার গুদামের জমির তালিকা এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ শ্চিত করতে হবে।	
	(০৭) নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার বিএডিসির সার গোডাউনের জন্য আটি ও আজিপুর মৌজায় ৯.০৫ একর অধিগ্রহণকৃত জমির গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারীর জন্য জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ এর সাথে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। এ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন উইং থেকে এ বিষয়ে নিস্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। রীট পিটিশন নং-৪৭৯৭/০৫ কজলিষ্টে আনার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।	(ক) মামলাটি কজলিষ্টে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। (খ) গেজেট প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	বিএডিসি/ উপকরণ-১
	(০৮) ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার বিএডিসির সার গোডাউনের জন্য অধিগ্রহণকৃত ০.১৬৫০ একর জমির আরএস রেকর্ড ব্যক্তির নামে হওয়ায় উক্ত রেকর্ড সংশোধনের জন্য একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করা প্রয়োজন।	আগামী সভার পূর্বে রেকর্ড সংশোধনের মোকদ্দমা করতে হবে।	ঐ
	(০৯) বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার বিএডিসি'র জমি একটি সরকারী কলেজের ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় জেলা প্রশাসক, বরিশাল এর সাথে পত্র যোগাযাগের মাধ্যমে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং উচ্ছেদ করা প্রয়োজন।	অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য আগামী ০১ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উইং হতে জেলা প্রশাসক-কে পত্র দিতে হবে।	বিএডসি/ উপকরণ-১
	(১০) বরিশাল জেলার কাউনিয়া উপজেলার কাউনিয়া মৌজার বিএডিসি'র জমির মিউটেশনের জন্য চলমান মামলা এবং জনৈক ব্যক্তি পূর্ব মালিকের নিকট থেকে ক্রয় করে মালিকানা দাবী সংক্রান্ত মোকদ্দমাটি যথাযথভাবে মোকাবেলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়াও ১.৯৪ একর জমিতে স্থানীয় জনগন কর্তৃক স্থাপিত মাদ্রাসা উচ্ছেদ এবং গেজেট চ্যালেঞ্জ করে জনৈক ব্যক্তির দায়েরকৃত রীট পিটিশন নং-১০৪৩৪/১৪ মামলাটি যথাযথভাবে মোকাবেলা করা প্রয়োজন।	(১) মামলাসমূহ যথাযথভাবে মোকাবেলা করে নিস্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (২) অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, বরিশাল-কে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	ঐ
	(১১) বিজেআরআই কর্তৃক দিনাজপুর-নশিপুর ফার্মের ৮৩৩.০০ একর জমির মধ্যে ৫০.০৩ একর জমি ব্যক্তি মালিকানায় চলে যাওয়া সংক্রান্তে উক্ত জমির পূর্ণাঙ্গ গেজেট এবং ওসি স্যুট নং-১৬৩/৬৫সহ সকল ডকুমেন্ট দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে একটি ত্রি-পক্ষীয় সভা হয়েছে এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্তমতে বিএডিসি তথ্য প্রেরণ করেছে। জেলা পরিষদ কেশের ভিত্তিতে বাজার তৈরী করেছে, তা জানা প্রয়োজন।	(ক) বিএডিসি হতে প্রাপ্ত তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে। (খ) বিজেআরআই আগামী ০১ মাসের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। (গ) বিজেআরআই এর জমিতে জেলা পরিষদ হতে বাজার বসানোর আদেশ/কপি সংগ্রহ করে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বিজেআরআই/ বিএডিসি
৩	**বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআরআরআই)ঃ** বিআরআরআই বিনেরপোতা, সাতক্ষীরা এর জমিতে কতিপয় লোক বস্তি বানিয়ে জোরপূর্বক বসবাস করছেন। জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা বারবার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করলেও উক্ত বস্তিবাসিদের উচ্ছেদ করা সম্ভব হচ্ছে না।	বিআরআরআই কর্তৃপক্ষ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে সভা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।	ব্রী
৪	**বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীঃ** (০১) দিনাজপুরস্থ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী'র ০.১৬৫ একর জমি অধিগ্রহনের গেজেট প্রকাশিত না হয়নি। ফলে জেলা প্রশাসকের নামে সংশোধিত রেকর্ড হয়েছে। উক্ত রেকর্ড সংশোধনের জন্য স্থানীয় আদালতে চলমান দেঃ মোঃ নং-১১/২০১৩ চলমান আছে। মামলার পরবর্তী তারিখ-০৯/১১/২০১৭।	অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসককে পত্র দিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, এসসিএ/গবেষণা-২ অধিশাখা
	(০২) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, ফরিদপুর সদরের ১০ শতক জমির হাল রেকর্ড ব্যক্তির নামে হওয়ায় রেকর্ড সংশোধনের জন্য দেঃ মোঃ নং-৮৭/১৩ মামলাটি যথাযথভাবে মোকাবেলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে বিজ্ঞ আদালতে দাখিল নিশ্চিত করতে হবে।	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি

	(০৩) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মধুপুর, টাঙ্গাইল এর ০.১৭ একর জমি অধিগ্রহনের গেজেট প্রকাশিত না হওয়ায় জেলা প্রশাসকের নামে ০.০৩ একর এবং ব্যক্তিনামে ০.১৪ একর জমি রেকর্ড সংশোধনের মামলা দায়ের করা প্রয়োজন।	(ক) ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনালে যথাসময়ে মোকাদমা দায়ের করবেন। (খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিপত্র মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং মামলাটি যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে। এল এ কেস এর ডকুমেন্ট মন্ত্রণালেয়ে প্রেরণ করতে হবে।	ঐ
	(০৪) জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ এর নামে রেকর্ডকৃত ০.১১৫০ একর জমির চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশের পর সংশোধনের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করা প্রয়োজন। এল এ কেস নং ৩৮/৭৯ এর ডকুমেন্ট কৃষি মন্ত্রণালেয়ে প্রেরণ করা প্রয়োজন।		ঐ
৫	**বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা):** খাগড়াছড়ি জেলার বিনা'র ০.৩৮ একর জমির মালিকানা দাবীতে দায়েরকৃত রীট পিটিশন নং-২২১২/১২ এর আংশিক শুনানী হয়েছে। মামলাটি কজলিষ্ট নেই। এছাড়াও ক্ষতিপূরণ বেশী পাওয়ার জন্য ২২১৩/১২ মামলা দায়ের করা হয়েছে।	মামলা দুটি কজলিষ্ট এনে যথাযথভাবে মোকাবেলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বিনা
৬	বিবিধঃ (০১) ডিএই'র বর্তমান চলমান মামরার সংখ্যা-৫৫০ এর অধিক। এ বিপুল সংখ্যক মামলা লিগ্যাল এন্ড সাপোর্ট সার্ভিস মোকাবেলা/দেখাশোনা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই লিগ্যাল এন্ড সাপোর্ট সার্ভিস হতে আইন সেল আলাদা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং ডিএইতে আইন সেল নামে আলাদা একটি শাখা/সেল সৃজনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। উল্লেখ্য, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৮ মার্চ ২০১৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৫১. ০৬.০০৮.১৩-৭০ সংখ্যক পত্রের মর্মানুযায়ী (কপি সংযুক্ত) এরূপ আইন সেল গঠনের সুযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডিএই/সম্প্রসারণ উইংয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।	(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত পত্র অনুযায়ী ডিএই'র জন্য আলাদা আইন সেল গঠনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখায় প্রেরণ করতে হবে। (খ) আইন সেল গঠন করা সময় সাপেক্ষ বিধায় ডিএই সংযুক্তিতে কর্মকর্তা নিয়োগ করে মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতির জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক উইং এ পত্র প্রেরন করবে।	ডিএই/ সম্প্রসারণ উইং
	(০২) টাস্কফোর্সের সভায় সম্প্রসারণ, গবেষণা এবং উপকরণ উইং সংশ্লিষ্ট বেশকিছু মামলাসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়। ফলে সংশ্লিষ্ট উইং/অধিশাখার কর্মকর্তা টাস্কফোর্স সভায় উপস্থিত না থাকলে অগ্রগতি সম্পর্কে সভা অবহিত হতে পারেন না। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	এখন হতে টাস্কফোর্সের সভায় এ মন্ত্রণালয়ের সম্প্রসারণ, গবেষণা ও উপকরণ উইংয়ের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।	সম্প্রসারণ/ গবেষণা/ উপকরণ উইং
	(০৩) কৃষি মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার চলমান মামলাসমূহের মধ্যে প্রতিমাসে যে সকল মামলার শুনানী/তারিখ পড়ে, তার সর্বশেষ অগ্রগতি প্রতিবেদন মাসিক মামলার প্রতিবেদনের সাথে আইন অধিশাখা হতে প্রণীত ছকে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।	প্রতিমাসে যে সকল মামলার তারিখ/ শুনানী হয়, সে সকল মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি মাসিক মামলার প্রতিবেদনের সাথে আইন অধিশাখা প্রণীত ছকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা
	(০৪) কৃষি মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার চলমান মামলাসমূহ তদারকি/ দেখাশোনার জন্য গুরুত্বপূর্ন প্রতিটি মামলার জন্য একজন করে কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ মামলা সংশ্লিষ্ট আদালতের নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত হয়ে উক্ত দিনের কার্যক্রম এবং মামলার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ সংস্থা প্রধান বরাবর লিখিতভাবে রিপোর্ট দাখিল করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।	সকল দপ্তর/সংস্থার চলমান মামলাসমূহ তদারকি/ দেখাশোনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট আদালতের নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত হয়ে উক্ত দিনের কার্যক্রম এবং মামলার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রধানের নিকট লিখিতভাবে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	ঐ
	(০৫) টাস্কফোর্স সভায় নতুন কোন মামলা বা জমি-জমা সংক্রান্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ে ডকুমেন্ট, সারাংশ এবং প্রস্তাব প্রেরণ করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	টাস্কফোর্স সভায় অন্তর্ভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ে ডকুমেন্ট, সারাংশসহ প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরবর্তী সভায় ৭দিন পূর্বে মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে।	ঐ
	(০৬) টাস্কফোর্স সভার নোটিশ, কার্যবিবরণী ও কার্যপত্র কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপ-লোড করা হয়। সভায় উপস্থিতির সময় সকল সদস্যকে সভার নোটিশ, কার্য-বিবরণী ও কার্যপত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সভায় অগ্রগতিসহ উপস্থিত থাকার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	টাস্কফোর্স সভায় নোটিশ, কার্যপত্র ও কার্যবিবরণী ডাউনলোড করে সংশ্লিষ্ট অগ্রগতির ডকুমেন্টসহ সভায় উপস্থিত হতে হবে।	ঐ

৮.০ আর কোন আলোচনা না থাকায় পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ সিরাজুল হায়দার এনডিসি) ১৫/১১/২০১৭

অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় ও

সভাপতি, সরকারী সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত টাস্কফোর্স।

স্মারক নং-১২.০০.০০০০.০২৮.০৪.১৩.১৭-৬৮৩

তারিখঃ ১৫.১১./২০১৭ খ্রি:

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।
৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।
৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।
৯। মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী, গাজীপুর।
১০। মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
১১। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) সেচ ভবন, ঢাকা।
১২। নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বহরমপুর, রাজশাহী।
১৩। নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
১৪। পরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।
১৫। পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
১৬। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।
১৭। উপ-সচিব (সম্প্র:-১/সম্প্র:-২/সম্প্র:-৩/গবে:-১/গবে:-২/গবে:-৩/উপক:-১/উপক:-২), কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৮। উপ-পরিচালক (লিসাসা), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা।
২১। অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (লিঃসাঃসাঃ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা।
২২। জনাব মোঃ ইয়াসিন আলী, ম্যানেজার, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, দিলকুশা বা/এ ঢাকা।
২৩। জনাব মোঃ জাকিরুল ইসলাম, যুগ্ম-পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা।
২৪। জনাব মোঃ গোলাম রাববানী, উপ সচিব (আইন), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা।

বিতরণ (সদয় অবগতির জন্য) :

১। অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ/গবেষণা), কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন/সম্প্রসারণ/গবেষণা), কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য।
৪। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়-সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৫। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা-(কার্যবিবরণীটি ওয়েবসাইটে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)।
৬। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(মোঃ হামিদুর রহমান খান)
উপ-সচিব (আইন)
ফোনঃ ৯৫৫২৩৭৭।